মণ্ডল সভাপতি পদে রদবদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ লোকসভা ভোটে বিজেপিকে আরও সংঘবদ্ধ করতে উদ্যোগ নিয়েছেন রাজ্য থেকে জেলা নেতৃত্ব। আরামবাগ মণ্ডলীর সভাপতি বিমান ঘোষও লোকসভা ভোটে নিজেদের দলের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করতে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর পাশাপাশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার বেশ কিছু মণ্ডল সভাপতির রদবদল ঘটিয়েছেন। ২৭নং জেলা পরিষদের মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রবীন পণ্ডিত। আগে এই দায়িত্ব পালন করেছেন ভবেন দাস। ২৮নং জেলা পরিষদের মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন হেমন্ত দাস। তিনি অভিজিৎ মিশ্রের জায়গায় স্থালাভিষিক্ত হলেন। ৩৮নং জেলা পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন চিরঞ্জিত বারিক। আগে এই পদের দায়িত্বে ছিলেন হেমন্ত বাগ। ৪২নং জেলা পরিষদের বিশ্বজিৎ দাসের জায়গায় নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুব্রত রানা। ৪৪নং জেলা পরিষদের শশাঙ্ক বাগের জায়গায় স্থালাভিষিক্ত হয়েছেন তপন বাগ। ৪৬নং জেলা পরিষদে শিশির রায়ের জায়গায় নতুন সভাপতি হয়েছেন সুদীপ্ত পান। ৪৭নং জেলা পরিষদে মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিপ্লব কোঙার। আগে এই পদের দায়িত্বে ছিলেন বংশীধর কোটাল।

নবনির্বাচিত প্রধানকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগের হরিণখোলা দরবার শরিফ জুলফিকারিয়া আজিজিয়া যুব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আরামবাগ হরিণখোলার নবনির্বাচিত প্রধান আব্দুল আজিজ খান, সমাজসেবী নুরুল হুদা ও সদস্য মফিজুলকে এক বর্ণাঢ্য সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জোয়েফের রাজ্য কনভেনর পীরজাদা এনায়েতুল্লাহ হুসাইনী, মুখ্য প্রচারক পীরজাদা সফিউল্লাহ হুসাইনী, শিক্ষক মুস্তাকিম, সদস্য রফিকুল ইসলাম, সাদ্দাম হোসেন, রাশেদসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এনায়েতুল্লাহ হুসাইনী বলেন, নবনির্বাচিত প্রধান আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ এবং কাজের মানুষ। দীর্ঘ বছর ধরে দেখছি তাঁর সমাজসেবামূলক কাজকর্ম। আমরা তাঁকে প্রধান হিসাবে পেয়ে খুব আনন্দিত।

আগুনে পুড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম অসীমা নন্দী(৭৭)। বাড়ি হুগলির আরামবাগ থানার বলুন্ডী গ্রামে। জানা গেছে, সোমবার সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে রান্না ঘরে চা করতে গিয়েছিলেন। তখনই অসাবধানতাবশত তাঁর শাড়ির আঁচলে আগুন লেগে যায়। তিনি চিৎকার করতে থাকেন। সেই সময় তাঁর ছেলে ও পাড়াপ্রতিবেশীরা এসে তাঁকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন ওইদিন রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর এক ছেলে ও তিন মেয়ে বর্তমান।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগের রামমোহন হলে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের আরামবাগ থানার উদ্যোগে ১৮তম প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি পাঁচবছর অন্তর এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সভায় জেলা সম্পাদক শিবপ্রসাদ মালিক, বিশ্বনাথ কারক, অধ্যাপক শৈলেন সরকার উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন থেকে আরামবাগ থানার সভাপতি স্বপন ঘোষ, সম্পাদক শক্তিশঙ্কর পালুই এবং সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দেবাশিস ভুঁই ও নন্দ মুলা নির্বাচিত করা হল।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ অনিল বসু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ প্রয়াত হলেন ৮ বছরের প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ অনিল বসু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র হুগলি জেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ছাত্রজীবনে বামপন্থী ছাত্রনেতা হিসেবে মাণিক রায় নামে তাঁর আত্মপ্রকাশ। দুঁদে এই রাজনৈতিক নেতা মৃত্যুদিন পর্যন্ত মাথা উঁচু করেই কাটিয়েছেন। সম্প্রতি চুঁচুড়ার বাড়িতে পড়ে গিয়ে তাঁর হিপ জয়েন্ট ভেঙে যায়। কলকাতার হাসপাতালে অপারেশনও হয়। কিন্তু গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ৬-এর দশকে খুব কম বয়সে তিনি পার্টির সদস্যপদ পান। নকশাল আন্দোলনের সময় বিভিন্ন মামলায় তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর পার্টির নির্দেশে আত্মগোপন করেন। ১৯৭২ এ ফের তিনি খানাকুল থেকে প্রকাশ্যে আসেন অনিল বসু নাম নিয়ে। ১৯৭৮ এ হুগলি জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি হন। ১৯৯৩ এ সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ১৯৮৪ থেকে তিনি একটানা ৮ বার লোকসভার সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৫ লক্ষ ৯২ হাজারের রেকর্ড ভোটে জিতে সাংসদ হন।

২০০৬ এ সিঙ্গুরে ন্যানো গাড়ির কারখানার জন্য চাষিদের জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ২০১২-য় শ্বশুলা ভঙ্গের অভিযোগে তাঁকে সিপিএম দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তবে বহিষ্কারের পরও অনিল বসু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনেপ্রাণে বামপন্থী ছিলেন। তিনি সিপিএমের বড় জনসভাগুলিতে উপস্থিত থেকে সবার অলক্ষ্যে নেতাদের বক্তব্য শুনতেন। তাই শেষ পর্যন্ত বুকে একরাশ অভিমান নিয়ে চলে যাওয়ায় হুগলিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাম মহলে।

সিআইডির জালে চার হ্যাকার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ মঙ্গলবার ভোরে হুগলির চন্দননগর সি আই ডি এবং চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ হানায় ধরা পড়ল ইন্টারন্যাশনাল মিস হ্যাকার চক্র। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দীর্ঘদিন ধরে ট্যাক করে চন্দননগরের চাঁদনি বেনেপুকুর থেকে চারজনকে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সহায়তায় গ্রেফতার করল সিআইডি। মঙ্গলবার চন্দননগর বিশেষ আদালতে তোলা হয় তাদের। এর মধ্যে একজন বাংলাদেশের নাগরিক আছে। বাংলাদেশের বাসিন্দা মহম্মদ সাবোয়ার জানা, চুঁচুড়ার বাসিন্দা শুভেন্দু ঘোষ, দাদপুরের বাসিন্দা আসিস পাল, চন্দননগরের বাসিন্দা পিন্টু দাস। এরা একটি জার্মান বেস সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইন্টারন্যাশনাল ফোন কলগুলিকে লোকাল করে ট্রান্সফার করত। এর ফলে সরকারের প্রচুর টাকা রেভিনিউ ক্ষতি হত। নিরাপত্তার কারনে ইন্টারন্যাশনাল কলের ওপর নজরদারি করা সম্ভব হচ্ছিল না। মূলত পাকিস্তান, মালয়েশিয়ায় ও ইউকে-তে সেন্টার করে এই চক্র কাজ করত।

বিজেপির সাংগঠনিক জেলা বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ মঙ্গলবার আরামবাগ দৌলতপুরের বিজেপি কার্যালয়ে মাইনোরিটি মোর্চার রাজ্য সভাপতি আলি হোসেন একটি সাংগঠনিক বৈঠকের জন্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কমিটির অন্তর্গত যত ব্লক ও মণ্ডলী আছে তাদের কর্তাদের নিয়ে এই বৈঠক। সাংগঠনিক আলোচনার পাশাপাশি মোর্চা সংগঠনকে কিভাবে বড় করা যায় সেই বিষয়ে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এছাড়াও এন আর সি সংক্রান্ত বিষয় ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে যদি এন আর সি চালু হয় তার জন্য সারা বাংলাজুড়ে আমরা মাইনোরিটি লোকদের অ্যাওয়ারনেস করছি। এন আর সি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন। বিজেপির অভিমত, ভারতবর্ষে যত জাতীয়তাবাদী মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন যাদের বংশপরম্পরায় ভিটে মাটি এখানে, তাঁরা ভারত মায়ের সন্তান এবং তাঁরা ভারতের নাগরিক। তাঁদের সম্মান কিভাবে রক্ষা করা যায় তার দায়িত্ব বিজেপির। যাঁরা বহিরাগত এসেছেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে, তাঁদের এন আর সি-র মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ করা হবে। বিজেপির এই মতকে সমর্থন করি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ জেলা সাংগঠনিক সভাপতি বিমান ঘোষ, জেলার সহসভাপতি অসিত কুণ্ডু, আরামবাগ টাউন সাধারণ সম্পাদক সুমন তেওয়াড়ি, গণেশ চক্রবর্তী। এদিন স্বচ্ছ ভারত অভিযানের নীতি মেনে এলাকা পরিষ্কার করে।

গান্ধীজির জন্মদিনে বিজেপির স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে সারা দেশ ব্যাপী যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল তা এদিন ২ অক্টোবর শেষ হল। এই উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির চুঁচুড়া মণ্ডলের উদ্যোগে চুঁচুড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে চুঁচুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র ঘড়ির মোড় পর্যন্ত চলল সাফাই অভিযান। সকাল সকাল বিজেপি কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁটা ও ঝুঁড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন এবং রাস্তা পরিষ্কারে হাত লাগান। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কল্যাণ বোলেল ও মিডিয়ার ঋতব্রত সেনগুপ্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা ও মণ্ডলের একাধিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে এদিন ভারতীয় জনতা পার্টির ডানকুনি মণ্ডলের তরফ থেকে সকাল ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচী চলল।

কর্মসূচি চলাকালীন দেখা গেল কিছু এলাকাবাসী সেই কাজে হাত লাগিয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি শ্যামসালোনি উপাধ্যায় ও পিন্টু দাস, সাধারণ সম্পাদক সুকান্ত মাঝি ও প্রণব দে, সম্পাদক প্রণব পাল, মহিলা মোর্চা সভানেত্রী শর্বরী সেনগুপ্ত, মাইনোরিটি মোর্চার রাজ্যের মমতা মণ্ডল এবং ভারতীয় জনতা পার্টি ডানকুনির সকল কর্মীবৃন্দ।

কামারপুকুরে ইলেকট্রিক চুল্লির জায়গা পরিদর্শনে প্রতিনিধি দল

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার গোঘাট থানার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলা ক্ষেত্র কামারপুকুর একটি পবিত্র স্থান। মুখ্যমন্ত্রী এখানে একগুচ্ছ প্রকল্পের বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। এই নানান প্রকল্পের অন্যতম কামারপুকুরে একটি ইলেকট্রিক চুল্লি। এই চুল্লির জন্য মঙ্গলবার কে এম ডি-র ৭ প্রতিনিধির একটি দল প্রথমে শ্রীপুর মাঠ সংলগ্ন ইলেকট্রিক চুল্লির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা পরিদর্শন করেন ও পরে কামারপুকুর মঠ পরিদর্শন করেন এবং দুপুরে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এই প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার, গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি প্রভাত ব্যানার্জী, কামারপুকুর পঞ্চায়েতের প্রধান তপন মণ্ডল, তৃণমূল নেতা প্রদীপ রায়, চন্দ্রুল রায়, বিধায়ী পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফরিদ খান, পঞ্চায়েত সদস্য আবু আয়েস, যুব নেতা সুজিত সেন, সমাজসেবী গৌরী গাঙ্গুলী, জগবন্ধু ঘোষ ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কে এম ডি-র প্রতিনিধি দলের চিপ ইঞ্জিনিয়ার সুপ্রিয় মাইতি বলেন, চুল্লির জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা। আমরা এদিন লে আউট অর্থাৎ নক্সাকে সরজমিনে খতিয়ে দেখতে এসেছি। ৫৪০০ বর্গমিটার জায়গার দরকার আছে। এখানে একটি পুকুর খনন করা হবে। ইলেকট্রিক চুল্লির সাথে সাথে কাঠের চুল্লির পরিকাঠামোও তৈরি করা হবে। পাশে একটি বাগান তৈরি করা হবে। এছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা হবে। ধান তোলার কাজ শেষ হলেই আমরা কাজ শুরু করব। গোঘাট বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, কে এম ডি-র তরফ থেকে এক প্রতিনিধি দল এসেছিলেন জায়গা পরিদর্শনের জন্য। কামারপুকুরে একটি ইলেকট্রিক চুল্লি হোক এই দাবি ছিল এলাকাবাসীর। এধরনের প্রকল্পে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, গোঘাট, মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষই উপকৃত হবেন। কম পয়সা ও কম সময়ে মৃতদেহ সৎকারের কাজ করতে পারবেন।

মহকুমা জুড়ে মহাসমারোহে গান্ধী জয়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ গান্ধীজির ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার হুগলির আরামবাগ থানার কাছে সুরোজ রাহার উদ্যোগে ফল বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি আরামবাগের গৌরহাটী মোড় থেকে বাজার পর্যন্ত এক পথসভারও আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি হুগলি জেলা শাখার উদ্যোগে ১২৫জন দুঃস্থ মানুষদের বালতি, ত্রিপল, শাড়ি এবং অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, এই শাখার জেলা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য তথা আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গুণধর খাঁড়া, এই সংস্থার সম্পাদক জ্যোৎস্নাকুমার দাস প্রমুখ। আবার আরামবাগ ব্লকের গৌরহাটী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি গান্ধীজির মূর্তিতে মালাদান করে দিনটিকে পালন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন গৌরহাটী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসীম মাল, উপপ্রধান অনন্ত ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুনীল সামন্ত প্রমুখ। আরামবাগের পাশাপাশি খানাকুল ১নং ব্লক অফিসে গান্ধীজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিডিও দেবাশিস মণ্ডল এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি নইমুল হক। পাশাপাশি খানাকুল ২নং ব্লক অফিসে পতাকা উত্তোলনের সাথে গান, আবৃত্তির মাধ্যমে গান্ধীজয়ন্তী পালন করা হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও দেবলকুমার উপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সদস্য মুন্সি নজিবুল করিম, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দুখীরাম দোলুই, এই সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নূরনবী মণ্ডল প্রমুখ। পাশাপাশি চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন সকাল থেকে মহাসমারোহে গান্ধীজির জন্মদিন পালন করা হয়। গান্ধীজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক ইশর, উপপ্রধান নীলিমা ইশর এবং পঞ্চায়েতের সদস্য ও সদস্যারা।

পদ খোয়ালেন বিধায়ক বেচারাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিঙ্গুর ঃ হুগলির সিঙ্গুরে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আর বেচারাম মান্নার গোষ্ঠীকোন্দল নতুন বিষয় নয়। তৃণমূল সরকার আসার পর থেকেই দুই বিধায়কের অনুগামীরা একাধিকবার সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। দল থেকে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার কথা বললেও সেকথা কানে তোলেন নি বেচরাম মান্না। যার জন্য খেসারতও দিতে হল তাঁকে। এবার সেই গোষ্ঠীকোন্দলের জন্যই ব্লক সভাপতির দায়িত্ব হারালেন বেচারাম। তৃণমূলের প্রথম সরকারে মন্ত্রীত্ব পেলেও দ্বিতীয় সরকারে মন্ত্রীত্ব পাননি বেচারাম। এবার সিঙ্গুর ব্লক সভাপতি পদ থেকে বেচারামকে সরিয়ে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল মাস্টারমশাই তথা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। কিন্তু বয়সজনিত কারনে তিনি এই বাড়তি দায়িত্ব নিতে অপারগ একথা জানিয়ে তৃণমূলের হুগলি জেলা সভাপতির কাছে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। স্থানীয় নেতা কর্মীদের কথায় এবার গোষ্ঠীকোন্দলে 'গার্দান' গেল সিঙ্গুর আন্দোলনের অন্যতম তাজা নেতা বেচারাম মান্নার। সদস্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত ভোটেও মাস্টারমশাইয়ের বিরুদ্ধে খুব একটা সুবিধা করতে না পেরে শেষমেষ কিনা ব্লক সভাপতির পদটাও খোয়াতে হল সিঙ্গুরে তৃণমূলের উত্থানের অন্যতম কাণ্ডারি এই দাপুটে নেতাকে। আর উল্টে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকেই ব্লক সভাপতির দায়িত্ব দিল দল। যদিও সেই দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথবাবু। বিশেষ সূত্রে আরও জানা গেছে, বেচারামের জায়গায় যখন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম প্রস্তাব করা হয় তখন সেই দায়িত্ব নিতে অপারগ জানিয়ে তাঁর অনুগামী মহাদেব দাসকে ব্লক সভাপতি করার জন্য তিনি আর্জি জানান। জানা গেছে, মহাদেব দাস প্রথম থেকেই সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এমনকী বাম আমল থেকেই সিঙ্গুরে মাস্টারমশাইয়ের অনুগামী হিসাবে মহাদেব দাসের একটা জনপ্রিয়তা রয়েছে। আর সে কথা মাথায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং তৃণমূলের একাংশ চাইছে মহাদেব দাসকেই সেই জায়গায় অধিষ্ঠিত করে দল তাঁকে সিঙ্গুর আন্দোলনের স্বীকৃতি দিক। যদিও রবীন্দ্রনাথবাবুর প্রস্তাবিত নামে এখনও কোনও শিলমোহর বসাননি হুগলি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক তথা মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, অরূপ বিশ্বাস থেকে শুরু করে দলের জেলা নেতারা সিঙ্গুরের ব্লক সভাপতি নির্বাচনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিতে চাইছেন না। তাঁরা চাইছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কোনও সিদ্ধান্ত যেভাবে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেন এক্ষেত্রেও তিনিই সিদ্ধান্ত নিন।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাটের ১নং ও ২নং ব্লকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার গোঘাট ১নং ব্লকের মিটিং হলে। এই আলোচনার মূল বিষয় ছিল পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোমনাথ হাঁসদা এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাদেব মুর্মু ও বিধায়ক মানস মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, সহসভাপতি বাদল সরেন এবং ১নং ও ২নং ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রধান ও উপপ্রধানের দায়িত্বে থাকা সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। এবিষয়ে সোমনাথ হাঁসদা জানান, আমরা পাঁচছরের একটি প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আদিবাসীদের মাতৃভাষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গীতাঞ্জলি প্রকল্প এবং একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধার ব্যাপারে দাবি জানিয়েছি। তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

পথদুর্ঘটনায় স্কুল শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক স্কুল শিক্ষকের। মধুসূদন লাহা (৩২) নামের ওই শিক্ষকের বাড়ি হুগলির কামারপুকুরের লাহাবাজারে। তিনি বাঁকুড়ার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। সোমবার স্কুল থেকে ফেরার পথে চন্দ্রকোনার কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। কাঠবোঝাই একটি লরির ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মধুসূদনবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ কাঠবোঝাই ধাতক লরিটিকে আটক করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাঁর মা ও স্ত্রী বর্তমান। তিনি সোমবার সকালে বাইকে করে স্কুলে যান। দুর্ঘটনাস্থল থেকে তাঁর বাইক, হেলমেট ও একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। তাঁর আত্মার শান্তি কামনার জন্য মঙ্গলবার কামারপুকুর লাহাবাজার সংলগ্ন সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়।

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মানসিক অবসাদে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক বৃদ্ধ। মৃতের নাম বাবলু চৌধুরী (৬৪)। বাড়ি হুগলির খানাকুল থানার বাজার এলাকায়। জানা গেছে, বাবলুবাবু বহুদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সোমবার প্রতিদিনের মতো তিনি রাতে খাবার পর নিজের ঘরে ঘুমাতে যান। মঙ্গলবার ভোরে পাড়ার লোকজন হঠাৎই দেখেন বাবলুবাবু নিজের বাগানের পেয়ারা গাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন। খবর দেওয়া হয় খানাকুল থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
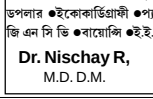
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লাহা, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭০২৮৪৩৬৭৭
নিরাপদ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।